ইত্তেফাক

তারিখ ... 15.8.83 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 8 ...

062

চালা আছে তো বেড়া নাই, বেড়া আছে তো...

। শফিকুল কবির ।

প্রতি বৎসর উন্নয়নের নামে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হইতেছে, তবু দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির জরাজীর্ণ চেহারায় বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটিতেছে না। চালা আছে তো বেড়া নাই, বেড়া আছে তো টুল-টেবিল ভাঙ্গা, নূতন দরজা-জানালা বৎসরান্তেই ভিন্নরূপ ধারণ করে—এই দৃশ্য কেবল বিশেষ কোন এলাকায় সীমাবদ্ধ নয়, দেশের সর্বত্রই ইহা প্রত্যক্ষ করা যায়।

গত ১০ বৎসরে দেশে নূতন কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারী অনুমোদন দেওয়া হয় নাই। ১৯৭৩ সালের আগষ্টে দেশে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩৬ হাজার ৬ শত ৬৬টি। '৮৩ সালের আগষ্টে এই সংখ্যা একই অবস্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অবশ্য ছাত্র-ছাত্রীর অভাবে কিংবা স্কুলঘর ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় প্রায় একশত পাঠশালার বিলুপ্তি ঘোষণা করা হইয়াছে। সেই শূন্যস্থান পূরণের জন্য বিশেষ 'তদবির প্রতিযোগিতার' মাধ্যমে অনুরূপসংখ্যক নূতন পাঠশালাকে অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে। কাগজে কলমে

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

চালা আছেত বেড়া নাই

(১ম পৃঃ পর)

৮০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর কথা বলা হইলেও বাস্তব ক্ষেত্রে ২০ লক্ষ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। ৮০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাটি প্রথম শ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণীতে আসা পর্যন্ত কাগজে কলমেই কমিয়া গিয়া ৬/৭ লক্ষে সীমিত হইয়া পড়ে। কোন কোন সরকারী পাঠশালা মাত্র ৩/৪ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়া চলিতেছে এমন প্রমাণও আছে।

পাঁচ বৎসর আগে নূতন স্কুল অনুমোদন দেওয়ার লক্ষ্যে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে রেজেষ্ট্রিভুক্ত করা হয়। ইহাতে ৭ হাজার ২ শত ৭১টি বেসরকারী পাঠশালা খরচপাতি করিয়া রেজেষ্ট্রি গ্রহণ করে। কিন্তু রেজিষ্ট্রিকৃত স্কুলগুলিকে অনুমোদন দানের কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই।

সরকার নিজে কোন স্কুল স্থাপন করেন না। সেই বৃটিশ নিয়মে শিক্ষানুরাগী নিজেরা উদ্যোগী হইয়া জমি দিবে, স্কুল ঘর তৈরী করিয়া দিবে। ছাত্র-ছাত্রী যোগাড় করিবে, শিক্ষক রাখিয়া স্কুল চালাইবে। তারপর সরকারী অফিসার খুশী হইলে স্কুলের অনুমোদনের সুপারিশ করিবে। গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার চাপ সহ্য করিয়াও সাত সহস্রাধিক বেসরকারী পাঠশালা চাঁদার উপরে ভর করিয়া কোন রকমে টিকিয়া আছে। বৎসরের পর বৎসর পার হইয়া যাইতেছে, কিন্তু কোন 'খুশীর খবর' তাহাদের নিকট পৌঁছিতেছে না।

তথ্যানুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, বর্তমানে দুই পদ্ধতিতে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির উন্নয়ন কাজ করা হইতেছে। এক সরকারী বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায়, দ্বিতীয়টি বিশ্বব্যাংকের অর্থে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে।

বিশ্বব্যাংকের ৬৫ কোটি টাকা সাহায্য লইয়া ১৯৮০ সালে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প হাতে নেওয়া হয় এবং ৭টি জেলার ৪০টি থানাকে (বর্তমান উপজেলা) এই প্রকল্পের আওতায় সীমাবদ্ধ করা হয়। টাঙ্গাইলের ৭টি, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৬টি, গাইবান্ধার ৭টি, চুয়াডাঙ্গা-ঝিনাইদহের ৬টি, সিলেট সদরের ৬টি, ফরিদপুরের ৪টি এবং পটুয়াখালীর ৪টি—মোট এই ৪০টি থানায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪ হাজার ৩৩টি। প্রথমে সবগুলি স্কুল প্রকল্পভুক্ত করা হইলেও পরে সংখ্যা হ্রাস করিয়া ১ হাজার ২ শত ৯১টি স্কুল উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়। বলা বাহুল্য যে, ৫ বৎসর মেয়াদী এই প্রকল্পের কাজ শুরু করিতেই দুই বৎসর সময় পিছাইয়া যায়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দাবী করেন যে, '৮২-৮৩ অর্থ বৎসরের শেষ নাগাদ ৫শত স্কুলের উন্নয়ন কাজ, ৫ শত হাত চাপা-কল ও ৮ শত পায়খানা বসানো হইয়াছে। পাঠশালাগুলির উন্নয়নের জন্য ৪টি গ্রুপে বিভক্ত করা হইয়াছে। তবে সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে কাজ হইতেছে না। জানা গিয়াছে যে, এক বৎসর আগে তৈরী দরজা-জানালা, টুল-টেবিলের অবস্থা ইতিমধ্যেই করুণ হইয়া উঠিয়াছে। প্রকাশ, বরাদ্দের টাকা পাইয়া থানা অফিসার আর সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষকরা নিজেদের দায়িত্বে উন্নয়ন কাজ সমাধা করিতেছে। পরিকল্পনাহীনভাবে আম-জাম গাছ কাটিয়া টুল-টেবিল দরজা-জানালা বানানো হইতেছে। এক নম্বরের নামে তিন নম্বর ইট ব্যবহার করা হইতেছে। পরিণামে বৎসর না ঘুরিতেই ঘুনে ধরা শুরু হয়।

জানা গিয়াছে যে, কেন্দ্রীয়ভাবে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হেতু উন্নয়নের কাজ অনেক ক্ষেত্রে পিছাইয়া পড়িতেছে। গত জানুয়ারীতে ১ কোটি টাকার কাঠ সংগ্রহের কাজ এখনও সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় পড়িয়া রহিয়াছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গতি মন্থরতা লক্ষ্য করিয়া সাহায্যদাতা প্রতিষ্ঠান ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

জানা গিয়াছে যে, চলতি অর্থ বৎসরে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের জন্য ২২ কোটি টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ৪৩ কোটি পাঠশালার উন্নয়নে বরাদ্দ করা হইয়াছে। ওয়াকিফহাল মহল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করিতে হইলে কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পনার নকশা প্রণয়ন, নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহ এবং তদারকির যথাযথ ব্যবস্থা করা একান্তভাবেই বাঞ্ছনীয়। বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে চলতি বৎসরে সরকারী অনুমোদন দেওয়া হইবে কিনা এই ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় নাই।